



220647 - রমজান মাসের প্রতিনি বা রাত্রে পড়ার জন্য বিশেষ কোন দু'আ নাই

প্রশ্ন

আমি শুনছি আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে তিনভাগে ভাগ করছেন। রমজানের প্রথম দশদিন- রহমত। দ্বিতীয় দশদিন- মাগফরাত। তৃতীয় দশদিন- জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। বলা হয় প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ রয়েছে। প্রথমভাগে আমাদেরকে বলতে হবে, ‘আল্লাহুম্মারহামনি ইয়া আরহামার রাহমীন’ (অর্থ- হে সর্বাপেক্ষা দয়ালব, আমাকে দয়া করুন)। দ্বিতীয়ভাগে বলতে হবে, ‘আল্লাহুম্মাগ ফরিলি য়নুবী, ইয়া রাব্বাল আলামীন’ (অর্থ- হে জগতসমূহের প্রতাপালক, আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও)। তৃতীয়ভাগে বলতে হবে, আল্লাহুম্মা আ’তকিনি মিনান নার; ওয়া আদখলিনলি জান্নাহ’ (অর্থ- হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখুন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান)। এ ধরনের বক্তব্য কি সঠিক? এর পক্ষে কি দলিল আছে? রমজান মাসে কোন দু'আগুলো বেশি বেশি পড়া উচিত? আমার জ্ঞানানুযায়ী শুধু ‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন; তুহবিবুল আফওয়া ফা’ফু আননা’ এ দু'আটি রমজানের শেষে দশদিনে লাইলাতুল ক্বদর সন্ধানকালে বেশি বেশি পড়া উচিত। কিন্তু রমজানের অন্য রাত্রিগুলোতে পড়ার জন্য বিশেষ কোন দু'আ আছে কিনা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইবনে খুযাইমা তাঁর সহি গ্রন্থে সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের শেষেদিনে আমাদের উদ্দেশ্য খোঁজা দলিলে। তিনি বলেন: “হে লোক সকল! এক মহান মাস, এক মবারকময় মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে...”। [আল-হাদিস] সের হাদিসে রয়েছে “এ মাসের প্রথমভাগ হচ্ছে- রহমত। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে- মাগফরাত। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে- জাহান্নাম থেকে নাজাত”

গোটা রমজান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রহমত। গোটা মাসই মাগফরাত ও জাহান্নাম থেকে নাজাত হয়। রমজান মাসের বিশেষ কোন অংশ এ মর্যাদাগুলোর কোন একটির জন্য খাস নয়। এটি আল্লাহর বিপুল রহমতের নিদর্শন।

ইমাম মুসলিম (১০৭৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, “যখন রমজান মাস আসে তখন রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

শয়তানগুলোকে শকিলাবদ্ধ করা হয়।”



তিরমযি (৬৮২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, “রমজানের প্রথম রাত্রিতে শয়তান ও অবাধ্য জ্বনিগুলোকে বন্দী করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। জাহান্নামের কোন দরজা খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জান্নাতের কোন দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণ অনুবোধী আগোয়ান হও। ওহে, মন্দ অনুবোধী তফাৎ যাও। আল্লাহ প্রত্যাশিত রাত্রিতে কিছু মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন।” [আলবানী সহিহ তিরমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

এর ভিত্তিতে বলা যায়: রমজানের প্রথম দশদিনে রহমতের দু’আ করা, মাঝের দশদিনে মাগফরাতের দু’আ করা, শেষের দশদিনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য দু’আ করা- বদিআত। শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের বিশেষ দু’আর কোন অবকাশ নেই; যহেতু এক্ষেত্রে রমজানের সকল দিন সমান। বরং একজন মুসলিমি গোটো রমজান মাসব্যাপী দুনিয়া-আখরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে দু’আ করবে। এ প্রার্থনার মধ্যে রহমত, মাগফরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের দু’আও থাকবে।

দুই:

একজন মুসলিমের উচিত কল্যাণ ও বরকতের মটোসুমকে কাজে লাগিয়ে এ মাসে কল্যাণ ও রহমতের দু’আ করা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসে করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়ছি সননকিটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতো তারা সৎপথে আসতে পারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

সিয়ামের হুকুম আহকাম বর্ণনার মাঝখানে দু’আ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এ আয়াতে কারীমাটি উল্লেখ করার মধ্যে মাস পূর্ণ হওয়ার সময়; বরং প্রতদিনে ইফতারের সময় অধিকারের দু’আ করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। [তাফসিরে ইবনে কাছির (১/৫০৯) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহর কাছে দু’আকারীর আবদেনটা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু’আকারী হাদিসে বর্ণিত দু’আগুলো বেশি বেশি পড়বে। দু’আর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না। দু’আর শিষ্টাচারগুলো বজায় রাখবে। রমজান মাসে এবং রমজানের বাইরেও যে দু’আগুলো বেশি বেশি পড়া উত্তম সেগুলো হচ্ছে-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও, আখরাততেও কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে



বাঁচান।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(অর্থ- আর যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতাপিলক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। আর আমাদেরকে মুত্বাকীদের নতো বানিয়ে দনি।)[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭৪]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(অর্থ- হে আমার প্রতাপিলক! আমাকে নামায প্রতষ্ঠিকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমার প্রতাপিলক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আমাদের প্রতাপিলক! হিসাব গ্রহণের দনি আমাকে, আমার পতিমাতাকে আর মু'মনিদেরকে ক্ষমা করে দাও।)[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪০-৪১]

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহবিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلْتُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক মনিল খাইরী কুল্লিহি; আ'জলিহি ও আজলিহি; মা আলমিতু মনিহু ওয়ামা লাম আ'লাম। ওয়া আউজুবকি মনিশ শাররী কুল্লিহি আ'জলিহি ওয়া আজলিহি; মা আলমিতু মনিহু ওয়ামা লাম আলাম। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক মনি খাইরীমা সাআলাকা আবদুকা ওয়া নাবয়্যিকা। ওয়া আউজুবকি মনি শাররীমা আ'যা মনিহু আবদুকা ওয়া নাবয়্যিকা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মনি কাওলনি ওয়া আমাল। ওয়া আউজুবকি মনিল জান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মনি কাওলনি ওয়া আমাল। ওয়া আসআলুক আন তাজআলা কুল্লা কাযায়নি কাযাইতাহু লি খাইরা।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি সটো আসন্ন হোক অথবা বলিম্বে হোক, সটো আমার জানার ভতিরে হোক অথবা আমার অজানা হোক। আর আমি সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সটো আসন্ন হোক অথবা বলিম্বে হোক। সটো আমার জানার ভতিরে হোক অথবা আমার অজানা হোক। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও



আপনার নবী আপনার কাছে যসেব কল্যাণ প্রার্থনা করছেন আমিও সসেব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে যসেব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন আমিও সসেব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জান্নাতের নকৈট্য অর্জন করিয়ে দাবি এমন কথা ও কাজের প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নামে নিয়ে যাবে এমন কথা ও আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও প্রার্থনা করছি- আপনি আমার জন্য যত ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সটো যনে ভাল হয়।)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়িতা ফদিদুনইয়া ওয়াল আ-খরীতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল-‘আ-ফয়িতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মনি রাও‘আ-তি। আল্লা-হুম্মাহফায়নী মম্বাইনি ইয়াদইয়্যা ওয়া মনি খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শমী-লী ওয়া মনি ফাওকী। ওয়া আ‘উযু ব‘আয়ামাতকি আন উগতা-লা মনি তাহ্তী)।

(অর্থ-“হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট দুনিয়া ও আখরোতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট ক্বমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরবার ও সম্পদেরনিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটসিমূহ ঢকে রাখুন, আমার উদ্বগ্নিতাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফোয়তরোখুন আমার সম্মুখ দকি থেকে, আমার পছিনরে দকি থেকে, আমার ডান দকি থেকে, আমার বাম দকি থেকে এবং আমার উপররে দকি থেকে। আর আপনার মহত্ববরে ওসলিয় আশ্রয় চাচ্ছি নীচ থেকে গুপ্ত আক্রমন থেকে”)।

অনুরূপভাবে বান্দা কুরআন ও সুন্নাহ বরণতি যত কোন দু‘আ; কল্যাণকর যত কোন দু‘আ করতে পারে। বান্দা গোপনে কায়মনবাক্যে আল্লাহর কাছে দু‘আ করবে। এ দু‘আগুলোর কোনটকি রমজানে সাথে খাস করে নবি না।

অনুরূপভাবে ইফতারের শেষে এ দু‘আটি পড়া মুস্তাহাব:

نَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلَتِ العُرُوقُ ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللّهُ

অর্থ- “তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরীগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতদিন সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ”। আরও জানতে 14103 ও 26879 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

শেষে দশদিন এ দু‘আটি বিশেষ বিশেষি পড়া:



اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহবিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নশ্চয় তুমি ক্ಷমাশীল; ক্ক্ষমা করাকতে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ক্ষমা করে দাও)। আরও জানতে

[36832](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দু'আ করার আদবগুলো জানার জন্য [36902](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।